# সোনামনিদের হাদীস শিক্ষা

## আসর-১

[বাংলা – Bengali – بنغالي ]

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013-1435

IslamHouse.com

# دروس الحديث للأطفال-1
« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة:د/ أبو بكر محمد زكريا

1435 - 2013

IslamHouse.com

সোনামনিদের হাদীস শিক্ষা আসর-১

পূর্বকথা
ঘুমিয়ে আছে জাতির পিতা সব শিশুরই অন্তরে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিশুদের হাতেই নির্মিত হবে আমাদের আগামীর দিনগুলো। কথাগুলো আমরা প্রায়ই বলে থাকি। এসব বাক্য থেকে শিশুদের সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এরা যদি যোগ্য, নৈতিকতাসম্পন্ন ও আদর্শে বলীয়ান হয়ে গড়ে ওঠে তাহলে আমাদের ভবিষ্যত আলোকিত হবে। অন্যথায় তা হবে তমসাপূর্ণ।
শিশুদের মেধার সুষ্ঠু বিকাশ ও নৈতিকতার উন্মেষ ঘটাতে সবচেয়ে জরুরী তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তাদের পর্যাপ্ত সুস্থ বিনোদন ও নির্মল পঠনসামগ্রীর ব্যবস্থা করা। এতে ব্যর্থ হলে তারা ছুটবে অসুস্থ জগতে। বিশেষত অবাধ অনলাইন প্রযুক্তির বদৌলতে আজকাল শিশুদের ভবিষ্যত হুমকির মুখে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি অভাব দেখা যায় নৈতিকতাসম্পন্ন শিশুসাহিত্যের। এ অভাব ঘুচানোর সামান্য প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এ পুস্তিকা রচনা মাথায় আসে।
শিশুদের আদর্শ জীবন গড়ার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও স্বার্থক পাথেয় রয়েছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

3

ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডারে। তাই শিশুদের জন্য নৈতিকতার পাঠসম্বলিত হাদীসের পাঠ সিরিজের আয়োজন। সেই সিরিজের এটি প্রথম বই। আল্লাহর রহমত প্রলম্বিত হলে অচিরেই সিরিজের পরবর্তী বইগুলোও আলোর মুখ দেখবে।
সাহিত্য বোধসম্পন্ন বলতেই জানেন, সাহিত্যের সবচেয়ে কঠিন ও অনায়াস শাখার অপর নাম শিশুতোষ রচনা। অনেকে চেষ্টা করেও এতে সফল হতে পারেননি। তাদের তুলনায় আমি আরও অযোগ্য। তবুও আমার সদিচ্ছা ও চেষ্টা যদি আল্লাহ কবুল করেন, তাহলে অযোগ্যের জন্য যোগ্যতর হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।
এ ধরনের বইয়ের বহুল প্রচার দরকার। কোনো উদ্যোগী প্রকাশক এগিয়ে এলে দ্রুত বইটি শেষ করে তার হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিংবা যে কোনো দীনের প্রচারকামী নেককার ভাই-বোন প্রকাশের খরচের ভার নিলে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এটি প্রকাশ করা যাবে। আল্লাহ আমাদের সকল নেক আমল কবুল করুন।

আলী হাসান তৈয়ব
মুঠোফোন: ০১৯১৩১৮৬৩৭২ alihasantaib@gmail.com

# প্রতিবেশিকে কষ্ট দিও না

আবূ শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللَّهِ لاَ يُـؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُـؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لاَ يُـؤْمِنُ» قِيـلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ»

‘আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল কে মুমিন নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশি নিরাপদ নয়’। [বুখারী : ৬০১৬]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

‘ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়’। [মুসলিম : ৪৬]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ থেকে দূরে গিয়ে মানুষ বেশি দিন টিকতে পারে না। পরিবারের বাইরে যারা আমাদের পাশাপাশি বসবাস করেন তারাই আমার প্রতিবেশি। আমাদের বাড়ির আশপাশের লোকজন,

5

[illegible]

[illegible]

«إِنَّ الصِّدْقَ يَهْـدِي إِلَى البِـرِّ، وَإِنَّ البِـرَّ يَهْـدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْـدِي إِلَى الفُجُـورِ، وَإِنَّ الفُجُـورَ يَهْـدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُـلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»

[illegible]

হবে? আম্মু খুব কষ্ট পাবেন। ভাববেন যে ছেলেটাকে আমি এত আদর করি, রোজ তার জন্য সব কিছু করে দেই, রাত জেগে ওর অসুখের সময় সেবা করি সে কিনা মিথ্যে বলে! সেই আমাকে অন্যের কাছে ছোট করে!

এখন ভেবে দেখো, একটি মিথ্যে বলার কারণে তোমাকে অনেকগুলো মিথ্যে বলতে হলো। তারপর ধরা খেয়ে লজ্জিত হতে হলো। সর্বোপরি মাকে মনে কষ্ট দিয়ে জাহান্নামের আগুনে জ্বলার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো। অথচ প্রথমেই যদি তুমি সত্য বলে দিতে, তাহলে আম্মু তোমাকে বুঝিয়ে দিতেন এসব করতে নেই। এতে করে মিথ্যেও বলতে হত না। আবার তাঁকে কষ্ট দিয়ে জাহান্নামের দিকেও যেতে হয় না। বরং সত্য বলার সুবাদে তুমি সত্যবাদী হয়ে আল্লাহকে খুশি করে জান্নাতের পথিক হতে পারতে।

এ জন্যই বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা থেকে সতর্ক করেছেন। সত্য ও সত্যবাদিতায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও মিথ্যাকে নিরুৎসাহিত ও সত্যকে উৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ١٠٥ ﴾ [النحل: ١٠٥]

11

‘একমাত্র তারাই মিথ্যা রটায়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঈমান রাখে না। আর তারাই মিথ্যাবাদী’। {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ১০৫}

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٦ ﴾ [النحل: ١١٦]

‘আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না’। {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ১১৬}

আরেক সূরায় আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤ ﴾ [المجادلة: ١٤]

‘তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যারা এমন এক কওমের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছে? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তোমরাও তাদের দলভুক্ত নও। আর তারা জেনে শুনেই মিথ্যার উপর কসম করে’। {সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত : ১৪}

সুতরাং সমাজের সকল অপরাধ থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে সর্বদা সত্য বলতে হবে।

12

সত্যবাদিতার জীবন গড়তে হবে। আর সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে মিথ্যা ও মিথ্যাবাদিতাকে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

# হিংসা করো না

‘আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»

‘তোমরা কারও প্রতি বিদ্বেষভাব রেখ না। পরস্পর হিংসা করো না। বিচ্ছেদভাব রেখ না। বরং একে অন্যের ভাই হয়ে যাও’। [মুসলিম : ২৫৫৯; বুখারী : ৫১৪৩]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা **:** আমরা সামাজিক জীব। সমাজে পাশাপাশি সবাই বসবাস করি। সবাই আমরা জীবনের প্রয়োজনে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সমাজে যদি সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক ভালো থাকে তাহলে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে। অন্যথায় সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হয়। আমাদের মনের সুখ অচিন পাখির মতো সুদূরে উড়াল দেয়। আলোচ্য হাদীসে সামাজিক শান্তি যাতে নষ্ট না হয় এ জন্য কিছু বর্জণীয় বিষয়ের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষ এবং অমিল ও বিভেদের মনোভাব দূর করতে বলেছেন। আর বসবাস করতে বলেছেন পরস্পরে ভাইয়ের মতো আপন হয়ে।

14

যে বিশেষণগুলো মানুষের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর অপরাপর বান্দার কাছে অপ্রিয় করে তোলে তার অন্যতম হলো হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা। কেউ হয়তো তোমার চেয়ে দেখতে সুন্দর অথবা কেউ তোমাদের চেয়ে ধনী। রোজ স্কুলে এসে ও তোমার সামনে এটা সেটা কিনে খায়, দামি আর ভারি সুন্দর সব পোশাক পরে আসে। তুমি যদি এসব দেখে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাক। কামনা করতে লাগ, তুমি ওর মত হয়ে যাও আর সে হয়ে যাক তোমার মত গরিব বা অসহায় তবে এটিই সে অন্তরের ব্যধি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে হিংসা বলে নিন্দা করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ ﴾ [النساء: ٥٤]

'আল্লাহ মানুষকে তার যে অনুগ্রহ দান করেছেন তার ওপর কি তারা হিংসা করে? {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৪}

অপর আয়াতে আল্লাহ হিংসুকের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে উদ্দেশ করে বলেন,

﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥ ﴾ [الفلق: ٥]

'এবং (আপনি আশ্রয় প্রার্থনা করুন) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে'। {সূরা আল-ফালাক, আয়াত : ৫}

15

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ»

‘তোমরা হিংসা -পরশ্রীকাতরতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা -পরশ্রীকাতরতা নেকিকে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন খেয়ে ফেলে কাঠের খড়ি’। [আবূ দাউদ : ৪৯০৩[1]]

কুরতুবী নামক তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, আকাশে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত গোনাহ হচ্ছে এই হিংসা -পরশ্রীকাতরতা, যা শয়তান বাবা আদমের (আলাইহিস সালাম) প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে করেছিল। তেমনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম পাপও হচ্ছে হিংসা, যা আদম আলাইহিস সালামের ছেলে কাবিল তার ভাই হাবিলের প্রতি করেছিল।

হিংসা -পরশ্রীকাতরতা কতটুকু পাপের কাজ তা ওপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দুটি থেকে বোঝা যায়। হিংসা যে করবে সে শয়তানের দলের লোক সাব্যস্ত হবে। হিংসাকারীর দু‘আ কবুল হয় না। হিংসার কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হতে হয়। তাছাড়া এই হিংসা -পরশ্রীকাতরতা এমন এক ব্যধি যার কারণে সারা দুনিয়ার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিংসাকারী স্বয়ং বিভিন্ন মানসিক যাতনায় ভোগে। সর্বদা দুশ্চিন্তা করে। এমন মর্মপীড়ায় ভোগে যার কোনো প্রতিকার নেই। হিংসার অনলেই সে জ্বলে -পুড়ে ছাই হয়।

---

[1]. দুর্বল সূত্রে বর্ণিত।

16

[illegible]

[illegible],

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ، إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

‘[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

﴿ وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةٗۖ وَإِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ ٣٥ ﴾ [الانبياء: ٣٥]

‘আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে’। {সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৩৫}

আল্লাহ আমাদের সকলকে সবরের মতো মহৎ গুণের অধিকারী বানান। আমাদেরকে ধৈর্যশীল বান্দা হবার তাওফীক দিন। আমীন।

21

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فِي نَفَـرٍ مِنْ قَـوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَـانَ رَحِيمًا رَفِيقًـا، فَلَمَّا رَأَى شَـوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَـا، قَـالَ: «ارْجِعُـوا فَكُونُـوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُـوهُمْ، وَصَـلُّوا، فَـإِذَا حَضَـرَتِ الصَّـلاَةُ فَلْيُـؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

দিয়ে দৌড় দেবে না। অকারণে তাঁদের সামনে চেঁচামেচি বা শোরগোল করবে না। তাঁরা কিছু চাইলে দূর থেকে নিক্ষেপ না করে সবিনয়ে গিয়ে তোমার ডান হাত দ্বারা দাও। আপ্যায়নের ক্ষেত্রে বড় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দাও। রাসূলের সাহাবী হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “আমরা যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোনো নিমন্ত্রণে যেতাম তখন তাঁর শুরু করার আগে আমরা খাবারে হাত দিতাম না।” [মুসলিম:২০১৭]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]
[illegible] «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»
[illegible]? [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ»

‘যার মনে একটি অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ উপস্থিত একজন জানতে চাইলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল, যদি কেউ এমন পছন্দ করে যে তার পোশাক ও জুতা সুন্দর দেখাক’। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ নিজেই সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার মানে, সত্যকে প্রত্যাখান করা ও মানুষকে ছোট করে দেখা।’ [মুসলিম: ৯১] বন্ধুরা, নিশ্চয় শুনেছ ‘অহংকার পতনের মূল’। আজ আমরা সেই অহংকার বিষয়ে আলোচনা করব। অহংকার একটি ঘৃণিত চরিত্র যা উদ্ধত ইবলিসের বৈশিষ্ট্য। সর্বপ্রথম যে অহংকার করেছিল আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি সে অভিশপ্ত ইবলিস শয়তা ন। যখন আল্লাহ তাকে আদেশ করেছিলেন আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে সে অহংকারের বশে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। সে আগুনের তৈরি বলে সে নিজেকে উত্তম আর মাটির তৈরি বলে আদমকে অধম ভেবেছিল। তাই সংক্ষেপে বললে অহংকার বলতে বুঝায় অন্যকে ছোট আর নিজেকে বড় ভাবা। নিজেকে উত্তম আর অন্যকে অধম মনে করা। অহংকার এমন একটি পাপের স্বভাব যার বিন্দু পরিমাণই অপরাধ হিসেবে যথেষ্ট। সামান্য অহংকারই মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আমরা নানাভাবে অহংকার প্রকাশ করি, যখন কেউ সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাই কিংবা অপ্রয়োজনে তর্কে জড়াই। সত্য অনুধাবনের পরও কেবল সত্য উপস্থাপনকারীর সঙ্গে অহং

দেখিয়ে সত্য গ্রহণ করি না। যুগে যুগে অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী শুধু অহংকারের দরুণ সত্য থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের সর্বোচ্চ ক্ষতি করেছে। তেমনি যখন কেউ নিজেই নিজের সৌন্দর্য ও রূপে আহ্লাদিত হই, ভালো খাবার ও পোশাকের কারণে বড়াই করি; নিজেকে মানুষের কাছে বড় করে মেলে ধরি আর অন্যকে করি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য; তখনও আমরা অহংকার করি। অহংকার কেন এত বড় অপরাধ? কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও অহংকার সাজে না। আমরা অহংকার করি কোন দুঃসাহসে? আমরা কত দুর্বল, কত অক্ষম তা কি একটু চিন্তা করে দেখেছি? তাহলে তো মনে কোনো অহংকারের উদয় হতে পারে না। আমাদের জন্ম কত দুর্বলভাবে। জন্মের পর আমরা কত অসহায় থাকি। মায়ের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারি না। যখন বড় হয়ে যৌবনে পৌঁছি, তারুণ্যে টগবগ করি তখনও আমাদের অসহায়ত্ব তখনো অবশিষ্ট থাকে। দেখ না, আল্লাহ আমাদের দেহে যে শৃঙ্খলাব্যবস্থা রেখেছেন তার সামান্য ব্যত্যয় হলেই আমরা কত অসহায় বোধ করি। সামান্য জ্বর-সর্দি হলেই দুনিয়াকে বিস্বাদ মনে হয়। যত ক্ষমতাবান, শক্তিশালী আর ধনীই হই না কেন আল্লাহ চাইলে মুহূর্তেই আমাকে অক্ষম বানাতে পারেন। পারেন আমার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে নিথর করে দিতে।
আল্লাহ আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কুরআনে,

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٩﴾ [لقمان: ١٨، ١٩]

‘অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না, পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। জমিনে চলার সময় তুমি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু করো।’ {সূরা লুকমান : ১৮-১৯}

মনে রাখবে, অহংকারীকে কেউ পছন্দ করে না। অহংকারী সবার কাছেই ঘৃণার পাত্র। পক্ষান্তরে বিনয়ী, সভ্য, ভদ্র ও শান্ত ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করে।

33

## পিতা -মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর লোকটি আবার বললেন তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর লোকটি বললেন তারপর কে? তিনি বললেন তোমার বাবা’। [বুখারী: ৬২৯৮]

বন্ধুরা, আল্লাহ নারীকে মায়ের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মাতৃত্বের কারণে মা জননী শ্রদ্ধা, সম্মান ও সুন্দর আচরণ পাওয়ার হকদার। তাই ‘মা’ নারী ও পুরুষ সবার কাছে মর্যাদার শিখরে অধিষ্ঠিত। এ নিখিল বিশ্বে মায়ের কোল হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। মাতৃস্নেহ এক জান্নাতি নিয়ামত। ‘মা’ স্নেহের পরশ দিয়ে সন্তানদের হৃদয়কোণে স্বস্তি, সান্ত্বনা ও প্রশান্তি উপহার দেন। সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন। নয় মাস গর্ভে ধারণ করে ‘মা’ তার কলিজার টুকরোকে হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়ে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে জীবন-মরণের

34

[illegible]

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

‘[illegible]

[illegible]’ {[illegible] [illegible]-[illegible] : [illegible]-[illegible]}

[illegible]

বলা যাবে না এবং এমন কোনো কাজও করা যাবে না।

37

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ»

বক্সটিকে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেললে। তারপর যখন রাগ নেমে গেল, তখন নিজেই ভাবতে লাগলে, ধুর, পাজি ছেলেটার ওপর রাগ ঝাড়তে গিয়ে বোকার মতো নিজের প্রিয় জিনিসটাই ধ্বংস করে দিলাম। দেখ এজন্যই আমাদের প্রিয় নবী সুন্দর উপমা দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ»

'সে প্রকৃত বীর নয় যে কুস্তিতে নেমে অন্যকে ধরাশায়ী করতে পারে; বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে'। [বুখারী : ৬১১৪]

রাগী ব্যক্তিকে মানুষ পছন্দ করে না। রাগ হলো শয়তানের প্রবেশদ্বার। এ পথে প্রবেশ করে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে সে খেলা করে। বেশি রাগলে শয়তান তোমাকে দিয়ে এমন কিছু করিয়ে নেবে যা তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় মোটেও করতে না। রাগ পাপ কাজের দ্বার উন্মুক্ত করে। সমাজে বিরাজমান পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যকে ভেঙে দিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অমানবিকতা সৃষ্টি করে। রাগ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কেননা অত্যধিক রাগ শরীরের নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্কে আঘাত হানে। ফলে তা বহুমূত্র, রক্তচাপ ও হার্টের দুর্বলতাসহ অনেক রোগের কারণ হয়। রাগের পরিণাম হলো, নিজের সম্পদ

39

(জ) যখন ক্রোধ আসবে, তখন আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতানির রাজীম পড়া।

41

## অন্যকে বিরক্ত করো না

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

‘ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়’। [মুসলিম : ৪৬]

আবু শুরাইহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللَّهِ لاَ يُـؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُـؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لاَ يُـؤْمِنُ» قِيـلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ»

‘আল্লাহর কসম ! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম ! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম ! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল, কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট বা ডিস্টার্ব থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।’ [বুখারী : ৬০১৬]

মানুষ সামাজিক জীব। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। সমাজজীবন সুন্দর ও শান্তিময় হোক সেটা সবার কাম্য। সমাজজীবনে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে প্রয়োজন শৃঙ্খলা বজায় রাখা। একের আচরণে দশের বিরক্তি উৎপাদন না করা। নিজের কথা ও কাজ দ্বারা কোনোভাবে অন্যকে

42

বজায় রাখতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ
فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٥٨ ﴾ [الاحزاب: ٥٨]

‘যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।’ {সূরা আল-আহযাব : ৫৮}

প্রতিবেশী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যেকোনো অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা সর্বোপরি তাদের ত্যক্ত বা বিরক্ত না করা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا
وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ
ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ
أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦ ﴾
[النساء: ٣٦]

‘আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক ও দাসদাসীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারী-দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।’ {সূরা আন-নিসা : ৩৬}

44

আবু শুরাইহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

‘আল্লাহর কসম ! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম ! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম ! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল, কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট বা ডিস্টার্ব থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।’ [বুখারী : ৬০১৬]

অতএব সর্বদা সতর্ক থাকবে, তোমার আচরণে কেউ যেন বিরক্ত না হয়। তোমার কর্মকাণ্ড বা চলাফেরায় যেন কেউ কষ্ট না পায়।

45